ইনবক্স

আমরাও পারি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্বময় এক বিপ-ব চলছে। এই মহাবিপ-বের সময় অন্য আর সবার মত আমরাও তথ্য প্রযুক্তির ইঁদুর দৌড়ে সামিল হবার জন্য বহু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। নিন্দুকেরা বলে: আমাদের প্রচেষ্টাগুলো নাকি কেবলই কথার ফুলঝুরি, বাস্তবে তেমন কোনো অগ্রগতিই হচ্ছে না। কথাটার মধ্যে চোদ্দ আনাই সত্যতা রয়েছে, এ ব্যাপারে মনে হয় আমার সঙ্গে আরো অনেকেই একমত হবেন। তবে এর বাইরেও যে দুই আনা আছে সেটিকেই বা অস্বীকার করি কীভাবে? চলে যান ঢাকার কোনো কম্পিউটার মার্কেটে, হোক সেটা এলিফ্যান্ট রোড বা আইডিবি। কোনো এক কোনায় মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকুন আর স্রেফ দেখুন। দেখবেন বাবার হাত ধরে কম্পিউটার দেখতে এসেছে আট বছরের ছোট্ট বালক, দেখবেন দু হাতে একটা কম্পিউটার আঁকড়ে ধরে দ্রুত পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক তরুণ, দেখবেন স্কুল পড়ুয়া দুই বালিকা গল্প করতে করতে ঘুরে দেখছে দোকানে দোকানে সাজানো বাহারী সব কম্পিউটার আর গ্যাজেটস। আরো দেখবেন, দোকানীর সঙ্গে দাম নিয়ে দরকষাকষিতে লিপ্ত তরুণ আর প্রৌঢ়দের, অথবা একমনে সিডি বাছাইয়ে ব্যস্ত কিশোরী-তরুণীদের। সব মিলিয়ে চারদিকে একটা উৎসবের ভাব। এটাই আইটি উৎসব। আর এটাই প্রমাণ করে যে, শত অপ্রাপ্তি আর অতৃপ্তি সত্ত্বেও আসলেই কিন্তু হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলেছে আমাদের কম্পিউটার তথা আইটি সেক্টর। আর এর পেছনে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এই এগিয়ে চলায় জ্বালানী সরবরাহের কাজটি করে চলেছে আমাদের আপামর জনসাধারণের কম্পিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে আগ্রহ। এই আগ্রহের কোনো কমতি নেই, সরকার বা ব্যবসায়ীরা কী করল, নীতি প্রণেতারা কোন নীতি প্রণয়ন করল, যাদের বাস্তবায়নের কথা তারা কেমন বাস্তবায়ন করল এসব দিকে তাকানোর কোনো সময় নেই এসব মানুষের। তারা কম্পিউটারের প্রেমে মজেছে। তাই যাই ঘটুক, তারা কম্পিউটার নিয়েই এখন মগ্ন। আফসোস, এমন কম্পিউটারপ্রেমী জনসাধারণ থাকতেও আমাদের আইটি অর্জনের খাতায় কেবল হাজার হাজার নেই-এর ভিড়। জানি না, কবে আমাদের সরকার আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চোখ ফুটবে। আদৌ ফুটবে কি?

জিলানী
মহাখালী, ঢাকা

কম্পিউটার ম্যাগাজিন ও কিছু কথা

কয়েকদিন আগের কথা। স্পট: পান্থপথ। পান্থপথ আর গ্রিনরোড যেখানে ক্রস করেছে তার পাশেই রাস্তার পাশে একটি নিউজপেপার স্টল। সি নিউজ কেনার উদ্দেশ্য নিয়ে স্টলটিতে গেলাম। দেখলাম: একটি কম্পিউটার ম্যাগাজিনের কয়েকটি কপি ঝুলিয়ে রেখেছে দোকানী, কিন্তু সি নিউজ-এর চেহারা দেখা গেল না। সি নিউজ-এর কথা জিজ্ঞেস করতেই জবাব এল: সি নিউজ রাখি না। প্রশ্ন করলাম: ঐ যে দেখি অমুক পত্রিকাটা রেখেছেন, সি নিউজ কি দোষ করল? দোকানীর সাফ উত্তর: কাস্টমাররা চায়, তবু রাখি না, কারণ সি নিউজ-এর দাম ত্রিশ টাকা। আর এই পত্রিকার দাম বিশ টাকা। যদিও স্টলে ঝোলানো ঐ পত্রিকাটি নিউজপ্রিন্ট ধরনের একটা কাগজে ছাপা আর সি নিউজ হোয়াইটপ্রিন্ট, তারপরও দোকানীকে সে কথা আর বললাম না। তবে এটাও ঠিক যে ঢাকা শহরে এই ঘটনা আমার আর কোথাও চোখে পড়েনি। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সি নিউজ না রাখায় দোকানীর ওপর রাগ লাগলেও তার ব্যবসায়িক নীতিতো সে-ই নির্ধারণ করবে, এটা ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম। পরে গ্রিন রোডে আরেক জায়গা থেকে সি নিউজ কিনে বাড়ির পথ ধরলাম। এই উচ্চ দ্রব্যমূল্যের বাজারে সি নিউজ-এর দাম ত্রিশ টাকা তা নিয়ে আমার খুব একটা ক্ষোভ নেই। তবে সি নিউজ কর্তৃপক্ষের কাছে দুটো অনুরোধ। সনির্বন্ধ অনুরোধও বলতে পারেন। প্রথমটি হল: যাই ঘটুক, সি নিউজ-এর দাম আর না বাড়ালেই খুশি হব। তাহলে আমার মত অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখনকার মত সি নিউজ কিনতে পারবে। আর দ্বিতীয় অনুরোধটি হল: দেশের প্রতিটি স্থানে সি নিউজকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা নিন। ছুটিতে কুড়িগ্রাম শহরে আমার নিজের বাসায় গেলে সি নিউজ খুঁজে না পেয়ে মনটা খারাপ হয়। সবার শেষে সি নিউজ-এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

প্রণয়
ফার্মগেট, ঢাকা

আইটি নিয়ে প্রতারণা

যে দেশ বছরের পর বছর দুর্নীতিতে সেরা দেশগুলোর কাতারে থাকে সেখানে আর সব কিছুর মত কম্পিউটার সেক্টরেও প্রতারণা থাকবে না তাতো হতে পারে না। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি, সরল বিশ্বাসে কম্পিউটার বা আনুষঙ্গিক পণ্য কিনে ঠকে আসছে মানুষ। প্রতিবাদ করার কোনো জায়গা নেই। আবার আরেক ধরনের প্রতারণা চলছে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ নিয়ে। নানা ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে রাস্তায় রাস্তায়, যারা ১০০০ টাকায় কম্পিউটারের সব বিষয়ে মানুষকে ওস্তাদ বানিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সি নিউজ-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় জানলাম সাইবার ক্যাফে নিয়েও প্রতারণার খবর। সি নিউজকে অনুরোধ, আইটি সেক্টরে যারা যারা নানারকম প্রতারণায় জড়িত আছে তাদের আসল চেহারা জনগণের কাছে প্রকাশ করে দিন। পালন করুন আপনাদের দায়িত্ব। আমরা সি নিউজ-এর সঙ্গে আছি।

জাহাঙ্গীর ও মিলন
অলংকার মোড়, চট্টগ্রাম